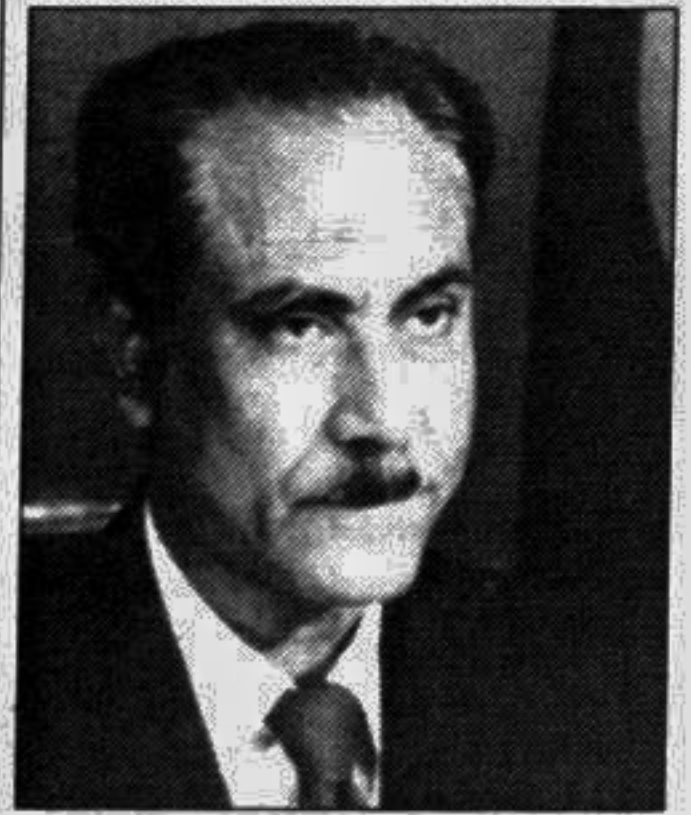


Special Supplement

Concept & Design : Step Media



**রাষ্ট্রপতি**  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
ঢাকা  
০১ কার্তিক ১৪০৬  
১৬ অক্টোবর ১৯৯৯


**বাণী**

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব খাদ্য দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য "ক্ষুধা জয় তাকুণ্য" উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য খুবই অর্থবহ।

ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়তে হলে প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করা। এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও এ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় দেশের সংগঠিত যুব সমাজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি এ ইঙ্গিতই বহন করছে। পরিকল্পিত উপায়ে দেশের যুব সমাজকে খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হলে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সফল হবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবসের সকল কর্মসূচীর সাক্ষ্য কামনা করি।

*(মতিয়া চৌধুরী)*  
বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ



**মতিয়া চৌধুরী**  
মন্ত্রী  
কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**বাণী**

আজ বিশ্ব খাদ্য দিবস। 'ক্ষুধা জয় তাকুণ্য'-বিশ্বখাদ্য দিবস '৯৯ উদযাপন উপলক্ষে আঁচিত প্রতিপাদ্য। 'ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামের তত্ত্বাবধানে উন্নয়নশীল দেশের যুব নাজের উদ্দেশ্যে নির্দেশিত এ প্রোগ্রাম বাংলাদেশে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।


বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। বসন্তকৃষি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বাংলাদেশের রপ্তানী ক্ষমতায় আসার পর এ সংগ্রাম আরও বেগবান হয়েছে। যার ফলে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফ.এ.ও) ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে এ বছর অত্যন্ত সম্মানজনক 'সেরা' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। আন্তর্জাতিক এ সম্মান আমাদের জন্মের, বিশেষ করে তরুণ সমাজকে কৃষিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে বলে আমরা বিশ্বাস। উন্নত বীজ, আধুনিক প্রযুক্তি এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় কৃষি ক্ষেত্রে আরো সমৃদ্ধ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তরুণদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই আমি বিশ্বাস করি বিশ্বখাদ্য দিবস '৯৯-এর প্রতিপাদ্য আমাদের জন্যে অত্যন্ত এক সময়েপযোগী মোক্ষম।

দেশী-বিদেশী প্রযুক্তি এখন কৃষকদের দোরগোড়ায়। তরুণদের পদচারণায় মুগ্ধিত হোক ফসলের মাত্রা, জয় হোক চিরশস্যের। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করেই তারা তাদের দায়িত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে 'সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করলে এ দেশটি হয়ে উঠবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত। তরুণ সমাজদের কাছে দেশবাসীর এটাই প্রত্যাশা।

বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য 'ক্ষুধা জয় তাকুণ্য' আমাদের যুব সমাজকে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্ব খাদ্য দিবস '৯৯ উদযাপন সফল হোক- এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

*(মতিয়া চৌধুরী)*  
মন্ত্রী



**ওবায়দুল কাদের**  
প্রতিমন্ত্রী  
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়  
এবং  
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

**বাণী**

বিশ্ব খাদ্য দিবস '৯৯-এর প্রতিপাদ্য 'ক্ষুধা জয় তাকুণ্য'। এ বছরের প্রতিপাদ্যটি আমাদের দেশের যুব-সম্প্রদায়কে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমরা বিশ্বাস।

বায়ুদূর ভাষা আন্দোলন, উন্নয়নের গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যুব সমাজের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করেই তারা তাদের দায়িত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে 'সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করলে এ দেশটি হয়ে উঠবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত। তরুণ সমাজদের কাছে দেশবাসীর এটাই প্রত্যাশা।

বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে এবারের প্রতিপাদ্য 'ক্ষুধা জয় তাকুণ্য' আমাদের যুব সমাজকে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্ব খাদ্য দিবস '৯৯ উদযাপন সফল হোক- এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

*(ওবায়দুল কাদের)*

# YOUTH against HUNGER

**M. Enamul Hoque**  
Director General, Deptt. of Agricultural Extension

## INTRODUCTION

Article-25 of the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the UNO on 10 December, 1948 concerns the basic needs of human beings as "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being of himself and of his family including food, clothing, medical care and necessary social service, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control". The right to 'Food for All' comes first.

About 60% of the young people, representing one fifth of the total world population, live in Asia. Most young people in Asian countries encounter problems of poverty and hunger face-to-face throughout their lives. They will have to be given the decisive role in realizing the challenge of making a world without hunger, or else we have to bear the burnt of our collective failure to face that challenge.

This year's theme of the World Food Day is 'Youth against Hunger' focussing attention on more than one billion young people of the world about their contributions and achievements in order to beat the Hunger.

## World population and the Poor

World population, at the doorstep of the 21st century is estimated to be around 6000 million. Only 50 years ago, it was about 2500 million. If the present average population growth rate of 3 is contained around 2.1, even then by the end of the 21st century, this small space ship of ours called "Earth" shall have to accommodate a population of about 7000 millions.

The first cause of hunger and malnutrition of the present world population is poverty. And ironically the largest number of undernourished people are in Asia.

Feeding this vast population is a big challenge. Who is bold enough to meet this challenge? Undoubtedly they are our sons and grandsons - the youths of the future.

## Bangladesh Case

With 950 people per k.m, Bangladesh is one of the most densely populated countries of the world. Today's population of 127 million will be around 133 million by 2002. Of this ever increasing population more than 40% are the youth.

To feed this population, the country needs to produce 25 million tons of foodgrains - another challenge for the young people of the country.

Agriculture is still the biggest employment sector of the country earning 31.5% of the GDP and employing 51% of the population in the crop sector alone (BBS Labour Force Survey 1996). Agriculture next to kneatwares is the second biggest sector of

export earnings. Although the country is near to achieve self-sufficiency in food production, the country is still in the vicious circle of poverty. The absolute number of chronically undernourished people are about 52%.

Bangladesh is a miracle of Human survival. Though the resource base of the country is not very strong, it can boast of

abroad. The country recorded a bumper production of food grains and a possible food crisis has averted.

FAO has recognised this success of the country by awarding the prestigious Ceres Gold Medal to the Honourable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. FAO recognition is also an inspiration for the whole

blamed for many social, economic, environmental and political problems. But such problems cannot be expected to be solved by laws unless and until young people do something for themselves rather than doing something for young people.

Ever since the declaration of 1985 as the International Year of the Youths, FAO has been maintaining focus on youth programmes. In consistence with such programmes, the United Nations adopted World Programme of Action for youth of the year 2000 and beyond. Some of the key areas includes;

- Enhancing educational and cultural services to young people.
- Providing land grants to youth and youth organizations supported by financial and technical assistance.
- Developing training programmes for youth on Income Generating Activities (IGA).
- Initiating IGA programmes like tree plantation, poultry keeping, waste reduction and recycling for sound environment.
- Promoting youth participation in all development programmes.

## Youth Programmes in Bangladesh

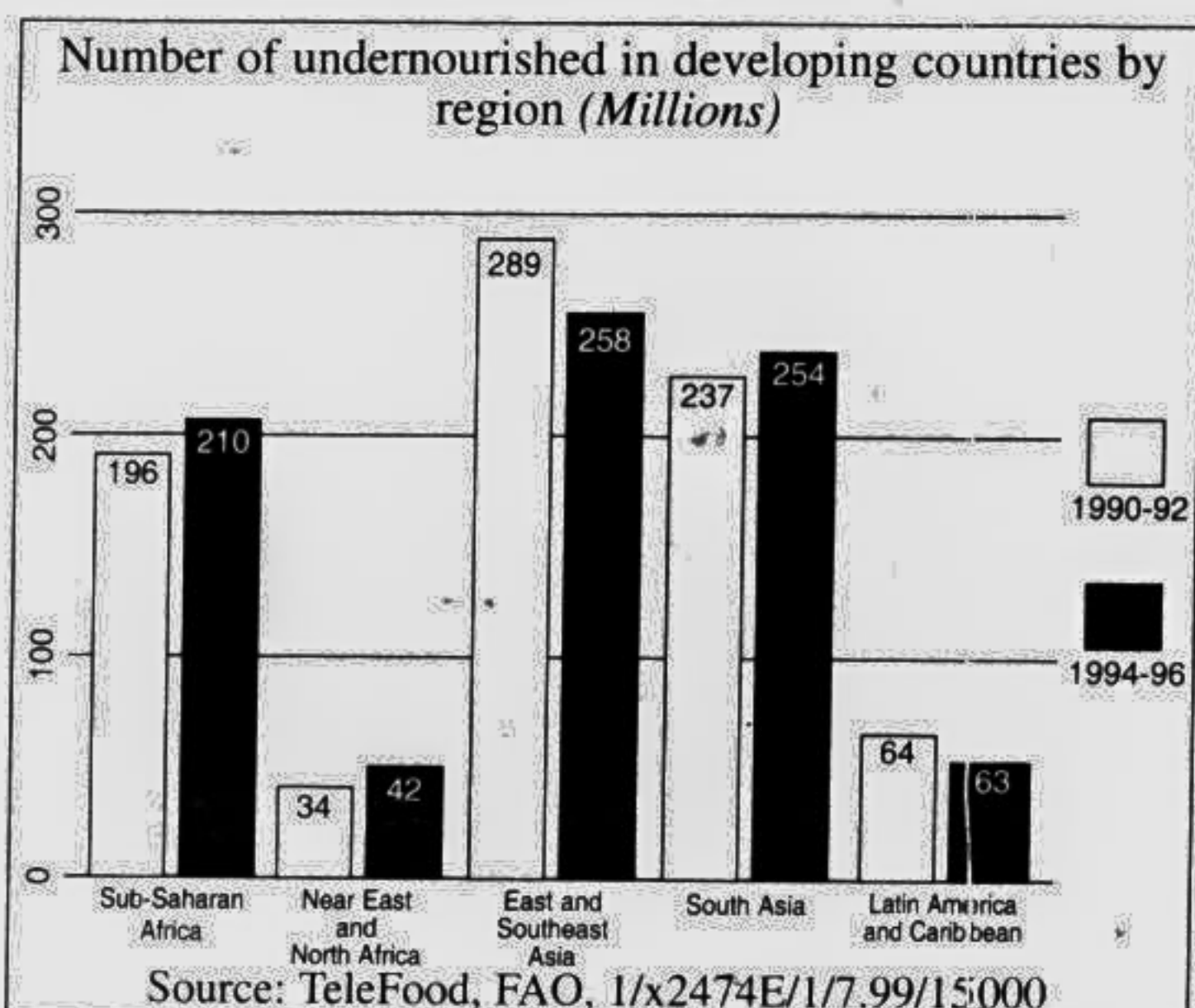
Government attaches priorities to youth programmes in Bangladesh. The Ministry of Youth and Sports through its network spread all over the country, has been implementing dozens of projects and programmes solely devoted to youth. Other GOs and NGOs also pay special attention to youth activities.

Key areas of youth development should include :

- Access to education and informations.
- Professional trainings on Income Generating Activities.
- Institutional, financial and technical support for self-employment.
- Promoting youth organizations.
- Involving youth/youth organizations in different project activities of GOs and NGOs, e.g. environment protection, family planning, tree plantation etc.
- Involvement of youth in GO and NGO promotional activities for leadership development among young people.

## Conclusion

Youths are the most active, sensitive, dynamic and productive segment of the population of a country. With heads full of dreams and hearts full of hope, youth can play a decisive role in making a World free from Hunger, provided they are given access to education, resources, informations, and leadership in decision making in the coming years.



a courageous and resilient human resource and this human resource along with "Planned use of ever diminishing land and water resources, it is possible for Bangladesh, to increase more and more of its agricultural production", as observed Dr. M.S. Swaminathan, an eminent agricultural scientist of this sub-continent, is now a reality.

## Bangladesh - 'on the march of development'

The Policy, decision and action of the present Government to face a possible food crisis after the 1998 devastating flood, have been applauded home and

## The challenge of the 21st century.

Young people of the age group of 15-30 years, face manifold problems in Bangladesh like all other developing and developed countries of the world - unemployment being number one. A recent survey indicates that about 16.77% or about 21 million people of the country of which 40% are the youths, have no jobs.

Joblessness is the major cause of massive migration of rural youth - literate or illiterate, to urban areas. They are often



**K. G. Pillai**  
FAO Representative a.i. in Bangladesh

## Message

The Government of Bangladesh is celebrating the "World Food Day - 1999" focussing attention on what the youth in Bangladesh between the age group of 15 and 24 are doing to defeat hunger....and on how much more they could do, if their contributions and potential were fully recognised and supported.


Today's youth represent almost one fifth of the total global population. In Bangladesh, the youth constitute approximately 17.44 percent of the total population. Being a predominantly agrarian economy, a major share of the rural youth are engaged in on-farm business; often as disguised labour and as such their output is much less than their potential. There is a strong need to recognize and support their intrinsic potential in a comprehensive way, so as to make them a real productive force, in order to reduce the number of hungry and malnourished people in Bangladesh and in the world by 50 percent, by the year 2015.

The key to defeating hunger may well lie in concentrating not so much on what should be done for youth, as on what can be done by youth, if barriers are removed and opportunities are expanded. With heads full of dreams and hearts full of hope, youth can play a decisive role in making "Food For All" a reality in the century that is about to dawn. This year's World Food Day theme "Youth Against Hunger", I hope will usher in a new ray of hope in the coming millennium.

I wish all success of the "World Food Day".

Dhaka,

*(K. G. Pillai)*  
FAO Representative a.i. in Bangladesh



**প্রধানমন্ত্রী**  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
১১ আশ্বিন ১৪০৬  
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

**বাণী**

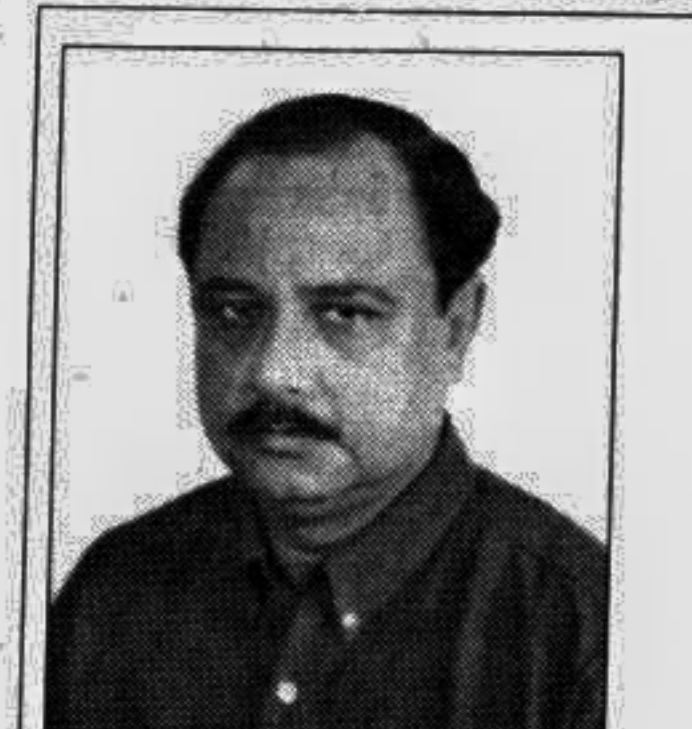
জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এ বছরও ১৬ অক্টোবর বিশ্বখাদ্য দিবস উদযাপিত হচ্ছে। এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'ক্ষুধা জয় তাকুণ্য'।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর মারাত্মক সমস্যা। বাংলাদেশও এ সমস্যা হতে মুক্তি পায়নি। তাই প্রতিশ্রুতি আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার'। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের এ কাজে সাহস ও ধৈর্য প্রদায়ক। কৃষি আমাদের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। তবে সামগ্রিক কৃষির গুরুত্বপূর্ণ দু'টি উপ-খাত হচ্ছে মৎস্য ও পশুসম্পদ। দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের যথাক্রমে শতকরা ৫ ও ৬.৫ ভাগ আসে এ দু'টি উপ-খাত থেকে। ইদানিং বাংলাদেশের যুব সমাজ এ দু'টি খাতের প্রতি অগ্রহণী হয়ে উঠেছে। এর ফলে বেসরকারী উদ্যোগে আমাদের দেশে স্থাপিত হয়েছে প্রচুর মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খামার। এতে যে শুধু আর্থকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাই নয়, বরং দারিদ্র্য বিমোচনসহ 'ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামও জোরদার হয়েছে।

বিশ্বখাদ্য দিবস উপলক্ষে নির্বাচিত এবারের প্রতিপাদ্য 'ক্ষুধা জয় তাকুণ্য' বাংলাদেশের যুবসমাজকে আরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করুক। বিশ্বখাদ্য দিবসের এই হোক আমাদের প্রত্যাশা ও প্রত্যয়।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

*(শেখ হাসিনা)*



**আ স ম আবদুর রব এম পি**  
মন্ত্রী  
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ সচিবালয়  
ঢাকা  
২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯


**বাণী**

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এ বছরও ১৬ অক্টোবর বিশ্বখাদ্য দিবস উদযাপিত হচ্ছে। এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'ক্ষুধা জয় তাকুণ্য'।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর মারাত্মক সমস্যা। বাংলাদেশও এ সমস্যা হতে মুক্তি পায়নি। তাই প্রতিশ্রুতি আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার'। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের এ কাজে সাহস ও ধৈর্য প্রদায়ক। কৃষি আমাদের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। তবে সামগ্রিক কৃষির গুরুত্বপূর্ণ দু'টি উপ-খাত হচ্ছে মৎস্য ও পশুসম্পদ। দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের যথাক্রমে শতকরা ৫ ও ৬.৫ ভাগ আসে এ দু'টি উপ-খাত থেকে। ইদানিং বাংলাদেশের যুব সমাজ এ দু'টি খাতের প্রতি অগ্রহণী হয়ে উঠেছে। এর ফলে বেসরকারী উদ্যোগে আমাদের দেশে স্থাপিত হয়েছে প্রচুর মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খামার। এতে যে শুধু আর্থকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাই নয়, বরং দারিদ্র্য বিমোচনসহ 'ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামও জোরদার হয়েছে।

বিশ্বখাদ্য দিবস উপলক্ষে নির্বাচিত এবারের প্রতিপাদ্য 'ক্ষুধা জয় তাকুণ্য' বাংলাদেশের যুবসমাজকে আরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করুক। বিশ্বখাদ্য দিবসের এই হোক আমাদের প্রত্যাশা ও প্রত্যয়।

(আ স ম আবদুর রব)  
মন্ত্রী



**সচিব**  
কৃষি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**বাণী**

আজ বিশ্ব খাদ্য দিবস। বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফ.এ.ও)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এবারও এ দিবসটি আমাদের দেশে উদযাপিত হচ্ছে। বিশ্বখাদ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে এবারের বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে- 'ক্ষুধা জয় তাকুণ্য'।

খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ ও সঞ্চয়ন তথা খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তরুণ সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবারের নির্বাচিত বিষয়ের মূল কথা। সে লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে থেকে থানা পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব কর্মসূচির মাধ্যমে রয়েছে জাতীয় দৈনিকে ক্রেডিট প্রকাশ, র্যালি, সেমিনার, পোস্টার মুদ্রণ, সড়কসীপ সজ্জা এবং বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার।

বিশ্বখাদ্য দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তাহলে আগামী ২০০২ সনের মধ্যে খাদ্য উৎপাদনে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারবো বলে আশা রাখি। বিশ্বখাদ্য দিবস সফল হোক, তরুণের জয় হোক।

*(ডা. এ. এম. এম. শওকত আলী)*  
০৩ অক্টোবর ১৯৯৯